NOV. 15 2001

যুগান্তর

ঢাবি ও রাবি'র প্রক্টরের পদত্যাগ
শাবির শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গতকাল পদত্যাগ করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহানও একই সঙ্গে পদত্যাগ করেন। এদিকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাম্প্রতিক ঘটনায় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদেও পরিবর্তন হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নূর-উন নবী গতকাল

প্রক্টর : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ১

প্রক্টর : পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদত্যাগ করেছেন। উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরীর অপসারণের পর বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের চাপের কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। তার স্থলে নতুন প্রক্টর হিসাবে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার জগন্নাথ ও জহুরুল হক হলে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষ নতুন প্রক্টরকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটিকে এক সপ্তাহের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট ড. এসএম মাহফুজুর রহমান, হাউজটিউটর ড. আবুল বাশার, নিজামুল হক, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং হাউজ টিউটর ড. অজয় কুমার দাস।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সাইদুর রহমান খানকে 'অগণতান্ত্রিক উপায়ে' অপসারিত" করার প্রতিবাদে ছাত্র উপদেষ্টা ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান ও প্রক্টর অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম গতকাল পদত্যাগ করেছেন। এ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪ জন উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করলেন। এর আগে মঙ্গলবার উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এম ওয়াজেদ আলী ও জনসংযোগ প্রশাসক অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান পদত্যাগ করেন। এদিকে প্রশাসনের উর্ধ্বতন চার কর্মকর্তার পদত্যাগের কারণে প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী গতকাল বুধবার দ্বিতীয় কর্মদিবসে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন সিনেট সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৯৭৩ সালের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক সাইদুর রহমান খানকে অপসারণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিদাতারা বলেন, সরকারের এই পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার ও সংকীর্ণ দলীয়করণের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী সিনেট সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক জুলফিকার মতিন, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক প্রীতি কুমার মিত্র, অধ্যাপক মিজানউদ্দিন, অধ্যাপক খ ন ম মমতাজ, অধ্যাপক আবদুর রহমান প্রমাণিক, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল্লাহ, অধ্যাপক মুশফিক আহম্মেদ, অধ্যাপক আবদুর রহমান, অধ্যাপক আবদুল বারী, অধ্যাপক সায়েনউদ্দিন আহম্মেদ, অধ্যাপক গোলাম কবীর, অধ্যাপক জাহেদুর রহমান, অধ্যাপক আবদুল লতিফ, অধ্যাপক আবু সালেহ আবদুন নূর, অধ্যাপক মো. মহসীন আলী, অধ্যাপক বিধান চন্দ্র দাস, অধ্যাপক বজলুর রহমান প্রমুখ।

সিলেট ব্যুরো জানায়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর পদ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদেও পরিবর্তন হচ্ছে। চার বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে চার মাসের মাথায়। এ নিয়ে শাবিতে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

শাবি ভিসিকে অপসারণ করা হচ্ছে- এই খবরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। গতকাল এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে সমিতি এ ব্যাপারে আলোচনা করে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. এসএম সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষকরা বলেন, শাবির ঐতিহ্য অনুযায়ী সব ভিসি তাদের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। অথচ বর্তমান ভিসিকে মাত্র ৪ মাসের মাথায় সরিয়ে দিলে অতীত ঐতিহ্যের অবমাননা করা হবে।

গতকাল ক্যাম্পাসে ক'জন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপকালে তারা ক্ষোভে জ্বলে উঠে বলেন, সাংবিধানিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান [illegible] স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা স্পষ্ট হস্তক্ষেপ। এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৮৭ সালের [illegible] মার্চের ১১-এর ১ ধারা বিরোধী বলেও তারা উল্লেখ করেন। তারা আরও বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শাবির প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে লাল, নীল, সাদা দল নেই। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে লাল, নীল, সাদা দল গঠনের দ্বার উন্মোচন করে দিতে পারে। একের পর এক ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়বে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও কোন ক্লাস হয়নি। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলের বিগত জরুরি সভায় ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর ১৫ দিন পরীক্ষা প্রস্তুতি ছুটির পর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বার একাডেমিক কাউন্সিলে বসে সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।